23/8/2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮ লক্ষাধিক টাকায় পাজেরো ক্রয় এবং ৩৫ হাজার টাকায় পুরনো গাড়ি বিক্রির টাকা আত্মসাত

শরিফুজ্জামান পিন্টু । মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ২৮ লক্ষাধিক টাকায় পাজেরো গাড়ি ক্রয় এবং মাত্র ৩৫ হাজার টাকায় পুরনো গাড়ি বিক্রয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গাড়ি কেনা খাতে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ২৮ লাখ টাকায় বিভিন্ন কৌশলে, গোপনে ও অতি দ্রুততার সঙ্গে পাজেরো ক্রয় করা হয়েছে। টেন্ডার কারচুপি করে বোর্ডের গাড়ি নামমাত্র ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা হলেও গাড়িটি দিব্যি চলছে। এমনও অভিযোগ উঠেছে যে, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের জিম্মায় গাড়িটি রয়েছে এবং সেটি বোর্ডের কাছে মাসে ২০ হাজার টাকায় ভাড়া দেবার প্রক্রিয়া চলছে।

জানা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক দায়িত্ব গ্রহণের পর চেয়ারম্যানের ব্যবহৃত গাড়িটি বিক্রি করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। পুরনো গাড়ি ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে নতুন গাড়ি ২৮ লাখ ২৫ হাজার টাকায় ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গাড়ি ক্রয়ের ও বিক্রয়ের গোটা প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দুর্নীতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। গাড়ি বিক্রয়ের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসাজশে চলেছে ক্রয় দুর্নীতি। ডিএফপিকে পাস কাটিয়ে দু'টি অখ্যাত পত্রিকায় সরাসরি বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে তিন দিনের মধ্যে সিডিউল ক্রয়ের কথা বলা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে,

মাদ্রাসা বোর্ড চেয়ারম্যানের দুর্নীতি

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় বৃহস্পতিবার, পরদিন শুক্র ও শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। যে কারণে কেউ সিডিউল ক্রয় করতে পারেনি। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য তিনটি সিডিউল ক্রয় করে। এগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একই ব্যাংক থেকে তিনটি ডিডি করা হয়েছে এবং এগুলোর সিরিয়াল খুব কাছাকাছি। তাছাড়া দরের ব্যবধানও কম। তবে তিনটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে যে টেন্ডার প্রক্রিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসাজশে সম্পন্ন করা হয়েছে তা স্পষ্ট। শুধু তাই নয় মাত্র একদিনের নোটিশে টেন্ডার কমিটি ও অর্থ কমিটির সভা আহ্বান করে গাড়ি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত পাস করা হয়। গাড়ি কেনা খাতে ২০ লাখ টাকা বাজেট থাকলেও আরও প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকা অন্য খাত থেকে নেয়া হয়েছে। ক্রয় করা গাড়িটির বাজারদর ১৭ লাখ টাকার মতো বলে জানা গেছে।

এদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য বরাদ্দ করা গাড়িটি নামমাত্র ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। একটি অখ্যাত পত্রিকায় গাড়ি বিক্রির টেন্ডার প্রকাশ করা হয়। এমনকি টেন্ডার দাখিলকারী ব্যক্তি চেয়ারম্যানের আত্মীয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ঐ আত্মীয় নিজেই তিনটি টেন্ডার দাখিল করে। টেন্ডার সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংক থেকেই আর্নেস্টমানির তিনটি ড্রাফট করা হয়েছে। সিরিয়াল নম্বরগুলোর খুব কাছাকাছি। পুরনো গাড়িটি কৌশলে চেয়ারম্যান নিজের মালিকানায় রেখেছেন বলে মাদ্রাসা বোর্ডে জনশ্রুতি রয়েছে। গাড়িটি দিব্যি চলছে এবং মাদ্রাসা বোর্ডের কাছেই এটি মাসে ২০ হাজার টাকায় ভাড়া দেবার প্রক্রিয়া চলছে। নতুন গাড়ি ক্রয় এবং পুরনো গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়ম সম্পর্কে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আবু বকর সিদ্দীক জনকণ্ঠকে বলেন, টেন্ডারের যাবতীয় নিয়ম কানুন অনুসরণ করেই এসব কাজ করা হয়েছে। বাজেটে ২০ লাখ টাকা থাকলেও ২৮ লক্ষাধিক টাকায় গাড়ি কেনা সম্পর্কে তিনি বলেন, অর্থ কমিটির অনুমোদনক্রমেই এটা করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন যে, সবক্ষেত্রেই নিয়ম কানুন অনুসরণ করা হয়েছে।